দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 4 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিনামূল্যের বই বিক্রি হচ্ছে বাংলাবাজারে

।। সালাম জুবায়ের ।।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারিভাবে ছাপানো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকার বই এখন ঢাকার বাংলাবাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, শুধু ঢাকার বাংলাবাজারই নয়, দেশের সব বাজারেই দেদারছে এই বই বেআইনিভাবে বিক্রি হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় এসব অপকর্ম হচ্ছে; কিন্তু কেউ দেখছে না।

সবার জন্য শিক্ষা— এই প্রকল্পের অধীনে সরকার প্রতিবছর দেশের সব সরকারি এবং সরকার স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। এবারও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রায় সাড়ে ৫ কোটি বই ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত ৩১শে ডিসেম্বর এই ছাপা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনো বিপুলসংখ্যক বই ছাপা শেষ হয়নি। এই অবস্থায় গত ৩রা জানুয়ারি থেকে একযোগে সারাদেশে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই বিতরণ কার্যক্রম মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অসংখ্য স্কুলে বিনামূল্যে বিতরণের বই এখনো পৌঁছেনি। এসব স্কুলে পর্যায়ক্রমে বই পৌঁছবে।

স্কুলে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারি বই না পৌঁছলেও এই বই-ই বাজারে বই বিক্রেতাদের কাছে ঠিকই চলে গেছে এবং চড়াদামে তা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বই বিক্রয় কেন্দ্র ঢাকার বাংলাবাজার। দেশের সকল বইয়ের ৯৫ ভাগই এই বাংলাবাজার থেকে ছড়িয়ে যায় সারাদেশে।

গত রোববার ও গতকাল সোমবার বাংলাবাজার ঘুরে বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি বই প্রকাশ্যে বিক্রির এক 'উৎসব উৎসব ভাব' চোখে পড়ে। পাঠ্যপুস্তক বিক্রি হয় এমন দোকানগুলোর মধ্যে অধিকাংশ (সবাই নয়) দোকানেই অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের বই। কোন 'রাখঢাক' নেই. প্রকাশ্যেই দরকষাকষি ও সরবরাহ হচ্ছে।

পুরনো ঢাকার সদরঘাট মোড় (ওভারব্রিজ) থেকে বামদিকে চোখ ফেরালে

বই ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২

বাংলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে বই —সংবাদ

বই ঃ বিক্রি হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফুটপাত ঘেঁষে পুরনো বইয়ের অসংখ্য দোকান দেখা যায়। দোকানের সংখ্যা শ'খানেক হবে। এর প্রায় সব দোকানে পুরনো বইয়ের সাথে বিনামূল্যে বিতরণের বই বিক্রি হয়। এরপর সামনে এগোলে প্রতিটি মার্কেটের প্রায় প্রতিটি দোকানে (পাঠ্যপুস্তক বইয়ের দোকান) বই অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে।

এই প্রতিবেদক একজন দোকানির কাছে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর একসেট করে বই চাইলে তিনি এক মিনিটের মধ্যেই বইয়ের 'স্ট্যাক' থেকে সুতো দিয়ে বাধা সেই বই বের করে সামনে তুলে ধরেন। ৩য় শ্রেণীর বইয়ের দাম ৮০ টাকা এবং ২য় শ্রেণীর বই ৪০ টাকা দাম হাঁকেন দোকানি। বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে দর-কষাকষি করলে দোকানি ৩য় শ্রেণীর বই ৪০ টাকায় এবং ২য় শ্রেণীর বই ২০ টাকায় দিতে রাজি হন।

এই বিনামূল্যের বই প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তা আসছে কোত্থেকে? যারা টেন্ডার পেয়ে বিনামূল্যের বই ছেপে বোর্ডকে সরবরাহ করছে তারাই কি চোরাপথে বাজারে বই বিক্রি করে দিচ্ছে— এ প্রশ্ন সবার।

এ ব্যাপারে টেন্ডার পাওয়া প্রেস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, একটি বিশেষ ধরনের কাগজে সরকারি বই ছাপা হয়। টেক্সটবুক বোর্ড আমাদের যে পরিমাণ কাগজ দেয় ঠিক সে পরিমাণ বই-ই গুণে গুণে আমাদের সরবরাহ করতে হয়। কাজেই বাজারে বিক্রি করে দেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

বিনামূল্যের বই অবৈধভাবে বিক্রির সাথে জড়িত একজন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এসব বই ঢাকার বাইরে থেকে ছাপা হয়ে আসে। তিনি জানান, যশোর, বগুড়া, নোয়াখালী (চৌমুহনী) ইত্যাদি স্থানে গোপনে এসব বই ছাপা হয়। চোরাপথে ছাপার জন্য কোন রয়েলটি বা কম্পোজ খরচ দিতে হয় না। ফলে নামমাত্র খরচে বই ছাপা সম্ভব হয়। বইয়ের কাগজও অবৈধ উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। তবে তিনি জানান, বোর্ডের বই আর বাজারে বিক্রি হওয়া বইয়ের কাগজ একরকম নয়— কিছুটা পার্থক্য আছে। অবশ্য সে পার্থক্য খুব একটা বোঝার উপায় নেই।